ন যাতি স্বর্গনরকৌ যত্ত্বন্যন্ন সমাচরেৎ। অস্মিল্লোকে বর্ত্তমানঃ স্বধর্ম্মস্থোঽনঘঃ শুচিঃ। জ্ঞানং বিশুদ্ধমাপ্নোতি মদ্ভক্তিঞ্চ যদৃচ্ছয়া॥ ১৭৪॥

এস্থানে এইরূপ একটি প্রশ্ন উপস্থাপিত হইতে পাবে যে কেবল—কর্ম্ম, জ্ঞান, ভক্তির এইরূপ ব্যবস্থা বলা হইল; কিন্তু নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম্ম—কর্ম্মী, জ্ঞানী ও ভক্ত সকলের পক্ষেই অবশ্যকরণীয়। যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে জ্ঞান ও ভক্তির সহিত কর্ম্ম মিশ্রিত হওয়ায় শুদ্ধ জ্ঞান ভক্তি কেমন করিয়া হইতে পারে? এইরূপ আশঙ্কা করিয়া জ্ঞানী ও ভক্তের কর্ম্মাধিকারিতা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বারণ করিতেছেন—"তাবৎ কর্ম্মানি কুর্ব্বীত ন নির্ব্বিদ্যেত যাবতা মৎকথাশ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে॥" জ্ঞানী ততদিন পর্য্যন্ত নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম্ম করিবে, যতদিন পর্য্যন্ত ঐহিক ও পারলৌকিক সুখভোগে নির্ব্বেদ উপস্থিত না হইবে। ভক্ত ততদিন পর্য্যন্ত নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম্ম করিবে, যতদিন পর্য্যন্ত আমার কথা শ্রবণ কীর্ত্তনাদিতে দৃঢ় বিশ্বাসরূপ শ্রদ্ধার উদয় না হইবে। অতএব—

শ্রুতিস্মৃতী মমৈবাজ্ঞে যস্তে উল্লঙ্ঘ্য বর্ত্ততে।
আজ্ঞাচ্ছেদী মম দ্বেষী মদ্ভক্তোঽপি ন বৈষ্ণবঃ॥"

শ্রুতিস্মৃতি আমারই আজ্ঞা। যে জন সেই দ্বিবিধ আজ্ঞার মধ্যে কোনও একটিকে লঙ্ঘন করে, সে জন আমার আজ্ঞাচ্ছেদী এবং দ্বেষী। অতএব সে আমার ভক্ত হইলেও বৈষ্ণব নয়। এই ভগবৎকথিত দোষও পূর্ব্বোক্ত অধিকারীর পক্ষে ঘটিতে পারে না, যেহেতুক "তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত" এটিও শ্রীভগবানেরই আদেশ। প্রত্যুত যাহাদের নির্ব্বেদ এবং শ্রদ্ধা জন্মিয়াছে, তাহাদের পক্ষে নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম্মানুষ্ঠান করিলেই আজ্ঞাভঙ্গ হয়। শ্রীধর স্বামীপাদ "আজ্ঞায়ৈবং গুণান্ দোষান্" ১১।১১ অধ্যায়ে শ্রীভগবদুক্ত শ্লোকের টীকাতে যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাতেও বলিয়াছেন—"ভক্তিদার্ঢ্যেন নিবৃত্ত্যাধিকারতয়া সন্ত্যজ্য" অর্থাৎ নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম্ম নিষ্কামভাবে অনুষ্ঠান করিলে চিত্তশুদ্ধিরূপ গুণ এবং অকরণ জন্য প্রত্যবায় হইবে জানিয়াও যে জন ভক্তিতে দৃঢ়তা জন্য কর্ম্মানুষ্ঠানে অধিকারিতা নাই—এই বাধে সকল নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম্ম সম্যক্ ত্যাগ করিয়া আমাকে ভজন করে, সে জনও উত্তম অর্থাৎ সাধুশ্রেষ্ঠ। এস্থলে শ্রীধর স্বামীপাদ উক্ত নিবৃত্ত্যাধিকারতা ও কোন অবস্থাতেই ঘটে—তাহাও শ্রীকরভাজন যোগীন্দ্র ১১।৫ অধ্যায়ে নিমি মহারাজকে বলিয়াছেন—দেবর্ষি ভূতাপ্তনৃণাম্ পিতৃণাং ন কিঙ্করো নায়মৃণী চ রাজন্। সর্ব্বাত্মনা যঃ শরণং শরণ্যং গতো মুকুন্দং পরিহৃত্য কর্ত্তং॥ হে রাজন্। যে জন